দৈনিক খবর

তারিখ ... 15 DEC 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

৫3

তিন দিনের উৎসব শুরু ঃ বিশাল আয়োজন

# বিজয়োল্লাসে স্বাধীনতা বিরোধী চক্রকে ভুললে চলবে না

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

তিন দিনব্যাপী বিজয় উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লেখিকা জাহানারা ইমাম বলেছেন, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীরা আজো সক্রিয়। বিজয়ের উল্লাসে ওদেরকে ভুললে চলবে না। আমার বিশ বছরের টগবগে ছেলের প্রাণ যারা কেড়ে নিয়েছে তাদের ছবি টিভিতে দেখানো হলে আমার বিজয়ের আনন্দ শেষ হয়ে যায়।

শাহবাগ- টিএসসি- শহীদ মিনার- দোয়েল চত্বর- হাইকোর্ট পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে গতকাল শুক্রবার থেকে তিন দিনব্যাপী এ বিজয় উৎসব '৯০ শুরু হয়েছে। বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফয়েজ আহমদ। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। উৎসবের ঘোষণা পাঠ করেন শহীদ আলতাফ মাহমুদের কন্যা শাওন মাহমুদ। কর্মসূচী ঘোষণা করেন রামেন্দু মজুমদার।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় জাহানারা ইমাম বলেন, আজ আমার গলা ফাটিয়ে কত কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। নয় বছর স্বৈরাচার গোটা জাতির

২-এর পাতায় দেখুন

## চক্রকে ভুললে চলবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বুকের ওপর চেপে বসে ছিল। মানুষ মনের কথা বলতে পারেনি। আজ স্বৈরাচার বিদায় নিয়েছে। আজ মুখ খুলে কথা বলতে পারছি।

তিনি বলেন, আমাদের বিজয়ের শুরু ছিল বড় বেদনার। আনন্দের উল্টো পিঠে সীমাহীন শোক। খুবই শোকের দিন শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে এবারও অসংখ্য জীবন ঝরেছে। তবুও আনন্দ যে, রক্তের বিনিময়ে হলেও স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে।

অতীতের মত ঐক্যের মাধ্যমে ছাত্ররা জনতাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে দেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে আজ আমার মনে হচ্ছে, ৯০-এর শহীদের আত্মারা এখানে উপস্থিত আছে। '৭১-এর শহীদের আত্মারা একটু দূরে রয়েছে। আর তার পাশেই রয়েছে '৫২-এর শহীদরা।

জাহানারা ইমাম বলেন, আজ বিজয় দিবসে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনের সঙ্কটের কথা ভাবতে হবে। চক্রান্তকারীরা আজো চলে যায়নি। তারা তারা আজো সক্রিয়। আমার বিশ বছরের টগবগে ছেলের প্রাণ ওরা কেড়ে নিয়েছে। অথচ আজ সেই জামায়াতের আমীরকে টেলিভিশনে দেখানো হলে আমার বিজয়ের আনন্দ শেষ হয়ে যায়।

'অর্জিত স্বভাব সহজে বদলানো যায় না' উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বৈরাচারের পতনের পরে জাতীয় টেলিভিশনে একজন ঘোষক একটি অনুষ্ঠানে বার বার বলছিলেন 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক'। কিন্তু তার সাথের লাইন 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' লাইনটি তিনি একবারও মুখে নেননি। এদের সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেছেন, ধর্মের নামে বুদ্ধিজীবীসহ অনেককে হত্যা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু আজ আবার ধর্ম রাজনীতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকারী বিদেশী নাগরিক এ দেশে বসবাস করছে। তিনি তার বহিষ্কার দাবী করেন।

সভাপতির বক্তৃতায় ফয়েজ আহমদ বলেন, সংগ্রাম কিন্তু শেষ হয়নি। সংগ্রামের পূর্ণ সাফল্যের জন্য আমাদের রাজপথেই থাকতে হবে। ষড়যন্ত্র এখনও চলছে। শত্রুরা এখনও রয়েছে। তাদের নির্মূল করতে সময় লাগবে।

তিনি বলেন, বিপ্লবের পরে পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক হত্যা হয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে কোন হত্যা হয়নি। তাই আজকের অনুষ্ঠান শুধু আনন্দের নয়, এ অনুষ্ঠান নবউন্মেষের অনুষ্ঠান।

বিশাল এ বিজয় উৎসবের ঘোষণায় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব এবং তৎকালীন মেজর ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অবদানের কথা উল্লেখ করে এ মহান যুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

### বিশাল—ব্যাপক আয়োজন

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটসহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে এবারই প্রথম তিন দিনব্যাপী এক বিশাল বিজয় উৎসবের আয়োজন হয়েছে। শাহবাগ আর হাইকোর্টের মোড় থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত ব্যাপক আয়োজন। গোটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন উৎসবমুখর। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মূল মঞ্চ বাদে মোট আটটি মঞ্চ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ নয়টি মঞ্চে লেখা হয়েছে একটি শ্লোগান- 'দুর্জয় জনতার দুর্বার যাত্রা'। মঞ্চের বিশেষ নাম দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কামরুল আহসান মঞ্চ, হাসান হাফিজুর রহমান মঞ্চ, শহীদ নূর হোসেন ও ডাঃ মিলন মঞ্চ, আলমগীর কবীর মঞ্চ, স্বাধীন বাংলা বেতার মঞ্চ। গতকাল থেকে এ সকল মঞ্চে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারের ওপর শুরু হয়েছে নাটক, গান, কবিতা, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রভৃতি।

আগামী ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় উৎসবের শেষ দিনে রয়েছে সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বিজয় মিছিল। এদিন টিএসসি ও হাইকোর্টের মোড়ে তিনটি স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হবে।

গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তিন দিনব্যাপী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল খুবই প্রাণবন্ত। গোটা শহীদ বেদী লোকারণ্য ছিল। মঞ্চে ছিলেন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অগ্রসেনানী ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে পরিবেশিত হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান।